যে—শ্রীব্রহ্মা এবং অম্বরীষ মহারাজ প্রভৃতিও শ্রীমূর্ত্তি পূজা করিতেন। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—

ততোর্চ্চায়াং হরিং কেচিং সশ্রদ্ধয়া সপর্য্যয়া।
উপাসত উপাস্তাপি নাথিদা পুরুষদ্বিষাম্ ॥

অর্থাৎ সেই শ্রীপ্রতিমার অতিশয় প্রভাবহেতু শ্রীহরির নিখিল অধিষ্ঠান হইতে শ্রীমূর্ত্তি-অধিষ্ঠানেরই বৈশিষ্ট্য থাকা জন্য যাঁহারা শ্রীমূর্ত্তির সেবা করেন—এমন উত্তম সাধক কেহ কেহ প্রতিমাতেই শ্রীহরিকে শ্রদ্ধার সহিত পরিচর্য্যা দ্বারা উপাসনা করিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে একটি প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে, যেমন পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যাহারা পরস্পর অবজ্ঞা অর্থাৎ অসম্মান করাতেই সঙ্কল্প পোষণ করে, তাহাদিগকেও পূজা করিবার যখন ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তখন যে জন পরস্পর দ্বেষ করে, তাহাকে পূজা করিলেও সিদ্ধি হউক ? এই আশঙ্কা পরিহারের জন্য প্রসঙ্গ যাহাতে অত্যন্ত বাড়িয়া না যায়, সেই অভিপ্রায়ে এবং শ্রীভগবানের অধিষ্ঠানরূপ মানুষের প্রতি আদর রক্ষার ইচ্ছায় সেই দ্বেষকে বারণ করা হইয়াছে। যাহারা অন্য মানুষকে দ্বেষ করে, তাহারা শ্রীমূর্ত্তির সেবা করিলেও সেবা সিদ্ধিদায়িনী হইবে না।

এইক্ষণ মনুষ্যগণমধ্যে জাতি প্রভৃতির দ্বারা পূর্ব্ববর্ণিত বিশেষত্ব বিস্তার করিতেছেন—

পুরুষেষপি রাজেন্দ্র সুপাত্রং ব্রাহ্মণং বিদুঃ।
তপস্যা বিদ্যয়া তুষ্ট্যা ধত্তে বেদং হরেস্তনুম্ ॥

"হে মহারাজ! যে ব্রাহ্মণ তপস্যাবিদ্যা ও তুষ্টিদ্বারা হরির মূর্ত্তি বেদকে ধারণ করেন, সমস্ত মনুষ্যের মধ্যে সেই ব্রাহ্মণকেই শ্রেষ্ঠ পাত্র বলিয়া জানিবে।" পূর্ব্ববর্ণিত ব্রাহ্মণরূপ সুপাত্রকেই স্তব করিতেছেন—

নন্বস্য ব্রাহ্মণা রাজন কৃষ্ণস্য জগদাত্মনঃ।
পুনন্তঃ পাদরজসা ত্রিলোকীং দৈবতং মহৎ ॥

"হে মহারাজ! যিনি জগতে লোকসংগ্রহকর ধর্ম্ম প্রভৃতির প্রবর্ত্তন করেন বলিয়া জগতের নিয়ামক, সেই শ্রীকৃষ্ণের জন ব্রাহ্মণগণ নিজেদের পদধূলির দ্বারা ত্রিভুবন পবিত্র করিতেছেন। যেহেতু তাঁহারা পরমদেবতা অর্থাৎ পরমপূজ্য। সুতরাং সেই ব্রাহ্মণগণই দানের শ্রেষ্ঠপাত্র"। ২৮৬—২৯৩ ॥

অথ তদনন্তরাধ্যায়স্যাদাবেব তেষু সর্ব্বোৎকৃষ্টমাহ দ্বাভ্যাম্—কর্ম্মনিষ্ঠা ইত্যাদি ॥ ২৯৪ ॥